দীপবংশ ও মহাবংশ ঃ	দীপবংশ-এর রচনাকারের নাম জানা যায়নি। মহাবংশ-এর রচয়িতা মহানাম। এই দুটি সিংহলি ইতিবৃত্ত থেকে সম্রাট অশোক ও অন্যদের জীবনবৃত্তান্তের কথা জানা যায়।
রামচরিত ঃ	'রামচরিত' কাব্যের রচয়িতা হলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। এই গ্রন্থের দ্বৈত ব্যাখ্যা সম্ভব। গ্রন্থটিকে একদিকে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র অন্যদিকে পালবংশের রাজা রামপালের কাহিনিরূপে গ্রহণ করা চলে।
কুমারপাল-চরিত ঃ	প্রখ্যাত জৈন আচার্য জয়সিংহ বিরচিত এই গ্রন্থে কুমারপাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি পালি ভাষায় রচিত।
সাধারণ ইতিহাস ঃ	পলিবায়াস রচিত এই গ্রন্থ থেকে ব্যাকট্রিয় গ্রিকদের সম্পর্কে জানা যায়।
এপিটোম ঃ	রচয়িতা জাস্টিন। এতে আলেকজান্ডারের ভারত-অভিযানের বিবরণ আছে।
এলাহাবাদ প্রশস্তি ঃ	রচয়িতা হলেন হরিষেণ। গুপ্ত বংশের সর্ব শ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকের কৃতিত্ব বর্ণনা করে একটি প্রশস্তি রচনা করেন। এই প্রশস্তটি এলাহাবাদ এক প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ করা হয়। এই এলাহাবাদ প্রশস্তিটি থেকে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়।
কিরাতার্জুনীয় ঃ	ভারবি রচিত এই ...

Scanned with CamScanner

	বিবরণ আছে।
এলাহাবাদ প্রশস্তি ঃ	রচয়িতা হলেন হরিষেণ। গুপ্ত বংশের সর্ব শ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকের কৃতিত্ব বর্ণনা করে একটি প্রশস্তি রচনা করেন। এই প্রশস্তটি এলাহাবাদ এক প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ করা হয়। এই এলাহাবাদ প্রশস্তিটি থেকে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়।
কিরাতার্জুনীয় ঃ	ভারবি রচিত এই কাব্যে মহাভারতের অর্জুনের সঙ্গে কিরাতবেশী শিবের সংগ্রামের কাহিনি বিবৃত হয়েছে।
জাতক ঃ	গৌতম বুদ্ধের পূর্ব জীবনের কাহিনী সম্বলিত গ্রন্থ জাতক নামে খ্যাত। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত জাতক থেকে উক্ত সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জানা যায়।
সুত্রালঙ্কার ঃ	অশ্বঘোষ রচিত সূত্রালঙ্কারে গদ্য ও পদ্য ছন্দে বহু কিংবদন্তি সন্নিবিষ্ট আছে।
বজ্রসূচী ও সারিপুত্তপ্রকরণ ঃ	দার্শনিক তত্ত্ব ও জাতিভেদের সমালোচনা মূলক বজ্রসূচী অশ্বঘোষ রচনা করেন। অশ্বঘোষ রচিত 'সারিপুত্তপ্রকরণ' একটি মনোজ্ঞ নাট্যকাব্য।